শিক্ষকতা ছাড়াই শিখতে পারবে।

4.2.2. শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা ও সংগঠনের পরিবর্তন (Changes in Classroom Arrangement and Organization)

শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা ও সংগঠন সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া নয়। ক্লাসে উপস্থিত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কী ধরনের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়ের সমাবেশ ঘটে তার উপর নির্ভর করে সংগঠনের পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। কাজেই শ্রেণিকক্ষের সংগঠন সম্বন্ধে ধারণা দিয়ে তারপর ব্যবস্থাপনার কথা বলা সুবিধাজনক।

শ্রেণিকক্ষের সংগঠন (Classroom Organization)

শ্রেণিকক্ষের সংগঠন অর্থ স্থান ও অন্যান্য ভৌত উপাদানের (Physical components) অবস্থান ও তার পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে পঠনপাঠনের সহায়ক উপাদান হিসেবে গণ্য। তার কারণ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের

Scanned with CamScanner

শিখনে কোনো বাধা সৃষ্টি না করে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে ভালো সুবিধা দেওয়ার সুযোগ থাকা একান্ত দরকার। **Doyle** (2006)-এর মতে, "...সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায়, শ্রেণিকক্ষের নকশা ও আসবাবপত্রের অবস্থান শিখনের সাফল্যকে তেমন প্রভাবিত করে না, কিন্তু তার কিছুটা প্রভাব আছে শিক্ষার্থীদের মনোভাব ও আচরণের উপর" (...the data on classroom design and furniture arrangements indicate that different patterns of spatial organization have little effect on achievement but some effect on conduct and attitudes)। কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের ভৌত পরিবেশ যথার্থ হলে তাদের শিখনের সহায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। চারটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বিবেচ্য।

1. বাঞ্ছনীয় বসার ব্যবস্থা (Preferential Seating)

সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের বসার ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা খুবই সাধারণ ব্যাপার। প্রাপ্ত স্থানের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার (Best use of available space), যাতায়াত, দৃশ্যমানতা ইত্যাদির ভিত্তিতে বসার ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রবণজনিত ছোটোখাটো সমস্যা থাকতে পারে, আবার কিছু কিছু সাধারণ ছাত্রের মনোযোগের সমস্যাও থাকে, অনেকের মনোযোগের বিঘ্নতা (Distractibility) বেশি। এদের বসার জন্য সুবিধাজনক অবস্থান বাঞ্ছনীয়, যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই সমস্যা কমাতে পারে। যাদের দ্বারা শ্রেণিকক্ষে বিশৃঙ্খলা ঘটানোর সম্ভাবনা (Classroom disruption) আছে তাদের প্রতিও (Emotionally disturbed) শিক্ষকের বিশেষ নজর রাখার প্রয়োজন হয়।

তবে এ কথা ঠিক যে, বসার ব্যবস্থার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম করে দেওয়া সম্ভব নয়, তা হবে নমনীয়। শিক্ষককে সুবিবেচনার সঙ্গে প্রতিটি ক্লাসের বসার ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে হয় কারণ তাঁরাই ছাত্রছাত্রীদের স্বভাব ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে ভালো জানেন। নীচে বসার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সম্ভাব্য নির্দেশিকা দেওয়া হল।

- যে সমস্ত শিক্ষার্থীর আচরণগত সমস্যা (Behaviour problem) আছে তাদের সামনে বসাতে হবে যাতে তাদের প্রতি যথাসম্ভব নজর দেওয়া যায়।
- যখন তাদের আচরণ ক্রমাগত নজরে থাকতে থাকতে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে তখন পরীক্ষামূলকভাবে এবং পরে পাকাপাকিভাবে কিছুটা পিছনে দেওয়া যেতে পারে।
- যাদের দৃষ্টিজনিত মনোযোগের বিঘ্ন ঘটে (Distraction due to visual stimuli) তাদের চিহ্নিত করতে হবে। শিখন অক্ষম ও মনোযোগহীনতা, মৃদুমাত্রায় শ্রবণের সমস্যাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের এরকম হতে পারে। এদের এমনভাবে বসাতে হবে যেন সরাসরি শিক্ষক ও শিক্ষণ সম্পর্কিত কার্যাবলির

Scanned with CamScanner

প্রতি মনোযোগ আবদ্ধ থাকতে পারে। বাইরে থেকে কোনো কিছু বিঘ্ন ঘটাতে না পারে (*Rosenberg*)। শিক্ষকও যেন এদের চোখে চোখ রাখতে (Eye contact) পারেন।

- যাদের শ্রবণ বা দৃষ্টির ত্রুটি (Hearing or visual impairment) আছে তাদের এমনভাবে বসাতে হবে যেন তারা তাদের অবশিষ্ট শ্রবণ-ক্ষমতা ও দৃষ্টিশক্তির (Residual hearing and vision) পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে।
- প্রয়োজন হলে প্রচলিত সারিবদ্ধভাবে শ্রেণিকক্ষে বসার রীতি পরিবর্তন করে ভিন্ন ধরনের নকশা অনুযায়ী বসানোর পরীক্ষামূলক ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

এই ধরনের আরও চিন্তা ও পরিকল্পনা পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী হওয়া সম্ভব।

2. শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা (Classroom Arrangement)

শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা অর্থ শ্রেণিকক্ষের স্থানিক নকশা (Spatial design) বা শ্রেণিকক্ষের ভূগোল (Geography of classroom)। আসবাব, বোর্ড ও অন্যান্য উপকরণের অবস্থানও এই নকশার অন্তর্গত। শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি নীতি দেওয়া হল—

- কোন্ কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করে পড়ানো হবে সেটা প্রথমেই স্থির করা দরকার। মৌখিক, প্রদর্শন (Demonstration), শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, দলগত আলোচনা বা কাজ ইত্যাদির কোনোটিই যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং ঘন ঘন পরিবর্তন করে ক্লাসের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত না করতে হয়, তার ভিত্তিতে নকশা স্থির করা দরকার।
- ছাত্রছাত্রী পিছু কতটা স্থান প্রয়োজন এবং কতটা স্থান প্রকৃতপক্ষে আছে (আমাদের দেশে সংখ্যাধিক্যের জন্য এই সমস্যা গুরুতর)।
- *Everson* (2006) প্রমুখের মতে, শিক্ষক যেন সর্বদাই দৃশ্যমান হতে পারেন। আবার কোনো শিক্ষার্থীকে যখন কিছু করতে হয় তাকেও যেন সকলে দেখতে পায় এবং তার কথা শুনতে পায়।
- খুব সুসংগঠিত শ্রেণিকক্ষে মাঝে মাঝে বিশেষ উদ্দেশ্যে কিছুটা পরিবর্তন আনা যেতে পারে।
- যদি কোনো পরিবর্তন করা হয় তবে যারা দৃষ্টিহীন কিংবা ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিক্ষমতা যুক্ত তাদের আগে থেকেই জানিয়ে ও বুঝিয়ে দিতে হবে।
- আসবাবপত্রের অবস্থান যেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।
- শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনমতো যাতায়াতের ফলে যেন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত না হয়।

Scanned with CamScanner

- যা কিছু উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা যেন হাতের কাছে সহজে পাওয়া যায়। আবার বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক উপকরণ যেন হঠাৎ কোনো দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীর ক্ষতি না করতে পারে।
- ম্যাপ, ছবি, চার্ট, ব্ল্যাকবোর্ডের অবস্থান ও দৃশ্যমানতা ভালো থাকা দরকার।

এ ছাড়াও যে বিদ্যালয়ের ভবন ও শ্রেণিকক্ষের নকশা (Layout) যেমন, সেইমতো প্রয়োজনীয় বিন্যাস স্থির করে নিতে হবে।

3. অধিগম্যতা (Accessibility)

অধিগম্যতার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আন্তর্জাতিক আচরণবিধি (Protocol) এবং দেশের শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী অধিগম্যতার স্বাচ্ছন্দ্য বাধ্যতামূলক। অধিগম্যতার প্রশ্নটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের বেলায় শুধুমাত্র ভৌগোলিক অর্থাৎ যাতায়াত ইত্যাদির স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তার অর্থ আরও ব্যাপক। সংজ্ঞা অনুযায়ী যারা অক্ষমতাযুক্ত এবং যাদের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা আছে (যেমন—হাঁটা, কথাবলা, শিখন ইত্যাদি) তাদের জন্য অধিগম্যতা নিশ্চিত করার আইনি বাধ্যবাধকতা আছে। সুতরাং বাধাহীনভাবে সাধারণ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মতো তারাও যাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে এবং কোনো বিশেষ বিপদের সম্মুখীন না হয়, তা দেখা দরকার। কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতি হল—

- যারা হুইলচেয়ার, ক্রাচ, অথবা অন্য কোনো কিছুর সাহায্যে চলাফেরা করে তাদের অধিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। যেমন, দরজার প্রশস্ততা, শ্রেণিকক্ষে স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন, টেবিল, বোর্ডে লেখার স্থান ইত্যাদি সর্বত্র যেন অন্য ছাত্রদের মতো স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করা যায়।
- শ্রেণিকক্ষে কোনো বিপদ না ঘটার নিশ্চিত ব্যবস্থা। যেমন, দৃষ্টিহীনদের মাথায় আঘাত লাগে এরকম কোনো কিছু নীচু করে ঝোলানো, অথবা সামান্য এদিক ওদিক হলেই আঘাত লাগতে পারে এরকম কোনো কিছু রাখা।
- প্রয়োজনমতো বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন স্থান ও তার উদ্দেশ্য বা ব্যবহার সম্বন্ধে ব্রেইল অক্ষর অথবা হাত দিয়ে পড়া যায় এরকম অক্ষর দিয়ে লিখে রাখতে হবে যেন দৃষ্টিহীনরা পড়তে পারে।
- যারা পড়তে পারবে না তাদের জন্য সাংকেতিকভাবে সতর্কতাসূচক ব্যবস্থা রাখা উচিত।

4. বিশেষভাবে নির্দিষ্ট উপকরণ (Specialized Equipments)

বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধকতার ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের উপকরণ প্রয়োজন হয়। যেমন, হুইলচেয়ার, শ্রবণবিবর্ধক যন্ত্র, যোগাযোগের জন্য উপকরণ, পরিবর্তনযোগ্য (Adjustive) উপকরণ ইত্যাদি যা কিছু ব্যবহার করা প্রয়োজন হবে সেগুলি পূর্ব

Scanned with CamScanner

থেকেই ঠিক করে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের জানা দরকার সেগুলি কোন্‌টা কী কাজে লাগে এবং কীভাবে ব্যবহৃত হয়।

- ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে আসার পূর্বেই যদি সেদিনের ক্লাসে কোনো বিশেষ উপকরণ প্রয়োজন হয় তা ঠিক করে রাখা প্রয়োজন।
- সেগুলির ব্যবহার প্রণালী, কোন্‌ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থান কোথায় এইসব বিষয় শিক্ষকদের জানা প্রয়োজন।
- পাঠ এবং পাঠ সংক্রান্ত অন্যান্য সক্রিয়তার পরিকল্পনার সঙ্গে বিশেষ উপকরণগুলির সামঞ্জস্য থাকা দরকার। এই বিষয়টি নির্ভর করে কোনো একটি শ্রেণিতে সাধারণ ও বিশেষ চাহিদার ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির প্রকৃতির উপর।
- আমাদের দেশে শিক্ষক নির্বাচিত কিছু কিছু ক্ষেত্রে দরকারমতো সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য নিতে পারেন।
- কতক্ষণের জন্য বিশেষ উপকরণটি ব্যবহৃত হতে পারে সে ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে।

সামগ্রিকভাবে যেহেতু আমাদের শ্রেণিকক্ষগুলি কিছুটা ভিড়াক্রান্ত থাকে সেহেতু সমস্ত পরিবর্তনগুলির জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রয়োজন হওয়াই স্বাভাবিক। বিদ্যালয়ের সব শিক্ষক মিলিতভাবে এই পরিকল্পনা স্থির করলে ভালো হয়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে নিকটস্থ বিশেষ বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলি বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা চিত্রসহ পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে যা শিক্ষকরা অন্ধভাবে অনুসরণ না করে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন করে নিতে পারেন। সেই সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে উপরোক্ত সাধারণ নীতিগুলি বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন।

4.2.3. শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা (Classroom Management)

ছাত্রছাত্রীদের শিখন ও সাফল্যের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যে সমস্ত পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করেন তাকে বলা হয় শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা।

শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষাতে তার থেকে অনেক বেশি। কারণ মিশ্র সক্ষমতার শিক্ষার্থীর সমাবেশে পরিচালনার সমস্যা জটিলতর হতে পারে।

পাঠক্রমের অভিযোজন (Curricular Adaptation)

সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষার জন্য প্রয়োজন পাঠক্রম সম্পর্কিত প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন। পরিবর্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সব ধরনের শিক্ষার্থীর জন্য পাঠক্রমের অভিযোজন।

Scanned with CamScanner

পাঠ্য থেকে আহরিত তথ্য মনে রাখা
(Retaining Information Acquired Through Text)

পড়া এবং বোঝার অন্তিম পরিণতি বিষয়বস্তুর স্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষণ। বোধগম্যতার প্রসঙ্গে যেসব নীতির কথা বলা হয়েছে তার প্রায় সবকটিই সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার অনুকূল। তা সত্ত্বেও আরও কয়েকটি নীতির কথা বলা প্রয়োজন।

- **দৃশ্য সংগঠক (Visual Organiser):** পাঠ্য বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার জন্য ভাষার সঙ্গে কিছু কিছু দৃশ্য সংগঠক (চিত্র, গ্রাফ, রেখাচিত্র ইত্যাদি) দেওয়া হলে মনে রাখতে সুবিধা হয়। শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার স্তর অনুযায়ী চিত্র ইত্যাদির সংখ্যা, প্রকৃতি এইসব স্থির করা হয়।
- **শিখন কৌশল (Learning Strategies):** যে সমস্ত মনোবিজ্ঞানসম্মত শিখন কৌশল আছে পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে সেগুলি যুক্ত করলে মনে রাখা নিশ্চিত হয়। যেমন—A Teacher's Guide for Meeting Diverse Needs (*Hoover* and *Patton*, 2007) নামক গ্রন্থে কয়েকটি কৌশলের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
  1. Writing-এর কৌশল COPS অর্থাৎ Capital letter, Overall appearance, Punctuation, Spelling.
  2. Reading-এর কৌশল PARS অর্থ Preview, Ask questions, Read, Summarise.
  3. Understanding-এর কৌশল RDPE অর্থ Read entire passage, Decide which ideas are important, Plan the underlining to include, Evaluate results of the understanding by reading the underlined words only.
  4. Written report-এর কৌশল TOWER অর্থ Think, Order ideas, Write, Edit, Rewrite ইত্যাদি।

  এরকম আরও অনেক কৌশল আছে।
- **পরীক্ষা প্রস্তুতির দক্ষতা (Test preparation skills):** পড়ার পর যদি কোনো পরীক্ষা নেওয়া হয় তবে তার প্রস্তুতি কীভাবে নিতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষা দিলে মনে রাখার কাজে সহায়তা হয়।
- **আলোচনার জন্য প্রস্তুতির শিক্ষা (Preparation for class discussion):** অনুরূপভাবে পড়ার পর ক্লাসে যদি আলোচনা হয় তবে তার জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে সেই শিক্ষাও স্মৃতিতে বিষয়বস্তুর সংরক্ষণের সহায়ক।

4.2.4. শিক্ষণ ও শিখনোপযোগী বিষয়বস্তু রচনা
(Development of Teaching and Learning Material—TLM)

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীসহ সাধারণ শ্রেণিকক্ষের জন্য TLM তৈরির প্রধান নীতি ও পদ্ধতিগত ভিত্তি। সেখানে সবিস্তারে বলা হয়েছে কীভাবে বিষয়বস্তুর ও অন্যান্য

Scanned with CamScanner

সহায়ক উপাদানসমূহের অভিযোজন সম্পন্ন করতে হবে। সুতরাং TLM তৈরি করার বিষয়টি নতুন করে বলার কিছু নেই। তবে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা মনে রাখা দরকার।

- প্রথমেই দেখতে হবে কোন্ স্তর অর্থাৎ প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক এরকম কোন্ পর্যায়ের TLM তৈরি হবে।
- প্রত্যেকটি স্তরের শিক্ষার জন্য কিছু ঘোষিত লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট বোর্ড এবং জাতীয় নীতি নির্ধারকদের পক্ষ থেকে স্থির করা হয়। TLM তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
- যে শ্রেণির জন্য TLM তৈরি হবে অর্থাৎ দৈনন্দিন পাঠের জন্য যে TLM ব্যবহৃত হবে, সেই শ্রেণিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কতজন এবং কী ধরনের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী আছে।
- সাধারণ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক অথবা বিশেষ চাহিদাগুলি কী কী?
- পাঠ্য বিষয়টি কী, তার কোন্ একক বা উপএকক অবলম্বন করে TLM রচিত হবে।
- এরপর পূর্বকথিত নীতি অনুযায়ী পাঠ্যবিষয় রচনা করতে হবে।
- অবশ্যই পাঠপরিকল্পনা এবং TLM হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক কোনোরকম অভিযোজনমূলক পরিবর্তন ছাড়াই TLM হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ সেক্ষেত্রে শ্রেণির অন্তত একটি অংশ শিক্ষালাভ করতে ব্যর্থ হবে।

4.2 :

রবার্ট গ্যানে-র ছক (Design of *Robert Gagne*)

রবার্ট গ্যানের নিবিড় শিক্ষণের ছক (Instructional Design) মূলত তিনটি পর্যায়ের শিক্ষণ কৌশল। প্রত্যেক পর্যায়ে আছে তিনটি করে মোট নয়টি ধাপ।

প্রথম পর্যায়ের নাম প্রস্তুতির পর্যায় (Preparatory stage)। এই পর্যায়ে তিনটি ধাপে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং নির্বাচিত পাঠ্যাংশে মনোযোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষণ ও শিখন কার্যের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয় এবং তৃতীয় ধাপে বর্তমান বিষয়ের শিখনের ভিত্তি হিসেবে যা কিছু পূর্বজ্ঞান ও তথ্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীরা সেগুলি সংগ্রহ করে, স্মরণ করে এবং সংহত করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম আহরণ পর্যায় (Acquisition stage)। সমস্ত খুঁটিনাটি সহ বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ঘটে এবং প্রতিক্ষেত্রেই শিখন প্রকৃতই ঘটেছে কিনা তা যাচাই করে দেখা হয়। এখানেও আছে তিনটি ধাপ।

তৃতীয় পর্যায়টি সংহতি পর্যায় (Integration stage)। এখানে শিখন নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা তার বিচার করে শিক্ষার্থীকে তার সাফল্য, ত্রুটি বা ব্যর্থতা সম্পর্কে প্রতিসংকেত (Feedback) দেওয়া হয় এবং বিষয়টি স্থায়ীভাবে স্মৃতিতে সংরক্ষিত করার জন্য সাহায্য করা হয়।

গ্যানের কৌশলের অন্তর্গত প্রধান তিনটি পর্যায় অন্যান্য তত্ত্বেও স্বীকৃত কিন্তু বিশেষ চাহিদার শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সবকিছু এরকম প্রথাগতভাবে অগ্রসর হওয়ার আশা করা যায় না। জটিল ধাপগুলিও যথোপযুক্ত নয়। তা ছাড়াও এখানে একক চাহিদার গুরুত্বও স্বীকৃত নয়। সেই কারণে বিশদ ব্যাখ্যার পরিবর্তে গ্যানের ছক অতিসংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

এছাড়াও প্রত্যেক প্রকার প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্যবহৃত শিক্ষণ কৌশলগুলির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অভিযোজনমূলক পরিবর্তন করা

Scanned with CamScanner

প্রয়োজন হয় সেকথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। এখন একক শিক্ষার্থীর চাহিদার উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল ও নীতিগুলি আলোচনা করার পূর্বে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে চাহিদাভিত্তিক কৌশলের কথা বলা হলেও তার অর্থ এই নয় যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতিটি চাহিদার কথা স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে হবে। নীতিগত ও পদ্ধতিগত বিবরণই এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রথমে সমগ্র ক্লাসকে একটি দল হিসেবে পড়ানো থেকে শুরু করে একক শিক্ষার্থীর সমস্যা সম্পর্কিত একটি তুলনামূলক চিত্র প্রথমে দেওয়া হল। পরে প্রত্যেক প্রকার কৌশল একে একে ব্যাখ্যা করা হবে। এই তুলনামূলক চিত্রটি দিয়েছেন *Evertson* ও *Harris* (2003)।

সারণি-2 সর্বসমাবিষ্ট শ্রেণিতে বিভিন্ন শিক্ষণ কাঠামোর তুলনা
(Comparison of Different Teaching Formats in Inclusive Class)

কাঠামো (Format)	কীভাবে গঠিত (How formed)	উদ্দেশ্য (Purpose)	সুবিধা (Advantages)	অসুবিধা (Disadvantages)
1. সমগ্র শ্রেণি	সমস্ত শিক্ষার্থী	একসঙ্গে সকলকে নতুন বিষয়বস্তু বা দক্ষতার শিক্ষা	• অল্প সময়ে অনেকটা শেখানো যায়। • সকলে একই তথ্য পেয়ে যায়।	• একটিমাত্র পদ্ধতি ব্যবহার করায় অনেকের চাহিদাপূরণ হয় না।
2. শিক্ষকের নেতৃত্বে ছোটো দল	শিক্ষক একই ধরনের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দলগঠন করেন (Homogeneous group)	বিশেষ দলের নির্দিষ্ট চাহিদাপূরণ হয় প্রতিকারমূলক না হয় সমৃদ্ধিকরণ (Remedial or enrichment)	শিক্ষার্থীরা নিশ্চিত ও নির্ভুলভাবে শিখতে পারে।	অন্য অনেক শিক্ষার্থী দীর্ঘসময় মনোযোগের বাইরে থাকতে পারে।
3. ছোটো সহযোগী দল (Cooperative group)	নির্দিষ্ট লক্ষণের ভিত্তিতে একই ধরনের দল। যেমন, লিঙ্গ, ভালোমন্দ ইত্যাদি।	আগে শেখানো বিষয়ের প্রচলন এবং সামাজিক দক্ষতার বিকাশ সাধন।	পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংযোগের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। শিখন কার্যকর হয়।	অনেক সময় মাত্র দুই-তিনজন শিক্ষার্থী লাভবান হয়।
4. ছোটো অপ্রতিযোগী (Non competitive) দল	শিক্ষকের উদ্যোগে যথেচ্ছ (Random) ভাবে অসম দল গঠন (Heterogeneous)	কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা কাজ শিক্ষার্থীরা মিলিত ভাবে কীরকম করে তার পরীক্ষা।	সামাজিক দক্ষতার বিকাশ হয়।	প্রতিটি একক শিক্ষার্থীর ভূমিকা বা অগ্রগতি পরীক্ষা করা কঠিন হয়।

Scanned with CamScanner

কাঠামো (Format)	কীভাবে গঠিত (How formed)	উদ্দেশ্য (Purpose)	সুবিধা (Advantages)	অসুবিধা (Disadvantages)
5. দুইজনের জোড়া (Buddy)	শিক্ষক কর্তৃক অথবা শিক্ষার্থীর উদ্যোগে অপর সঙ্গী নির্বাচন	সহযোগিতামূলক শিখন। সহযোগিতা/ পারস্পারিক বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষা	• দুজনেই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। • সামাজিক দক্ষতার বিকাশ। • সহায়ক ও বিনিময়ভিত্তিক শিক্ষা।	একজন শিক্ষার্থীই সবকিছু করতে পারে অপরজন শুধুই গ্রহীতার ভূমিকা পালন করতে পারে।
6. একক শিক্ষণ (Individua-lized)	একজন শিক্ষার্থী	একজনের চাহিদাপূরণ (ব্যক্তিমুখী পদ্ধতি বা অনুপস্থিতির ক্ষতিপূরণ, প্রতিকার ও সমৃদ্ধিকরণ)।	• সবচেয়ে ভালো ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত। • সবচেয়ে ভালো সহায়তাদান।	• সময়সাপেক্ষ। • সর্বদা সব শিক্ষার্থী এই ব্যবস্থায় স্বস্তিবোধ করে না।
7. বিশেষ কেন্দ্র বা কক্ষ স্থাপন	শিক্ষক স্থাপন করেন এবং শিক্ষার্থী প্রয়োজনমতো নানাভাবে তার সুযোগ নিতে পারে।	সমৃদ্ধিকরণ, অতিরিক্ত অভ্যাসের সুযোগ, দক্ষতা অর্জন, প্রতিবিধান।	• শিক্ষার্থীর বোধ সমৃদ্ধ হয় • দক্ষতার অভ্যাস করতে পারে।	• সময়ের সমস্যা হয়। • প্রস্তুতির সময়ও ব্যয়। • অগ্রগতির খতিয়ান রাখা সমস্যাজনক।

Scanned with CamScanner